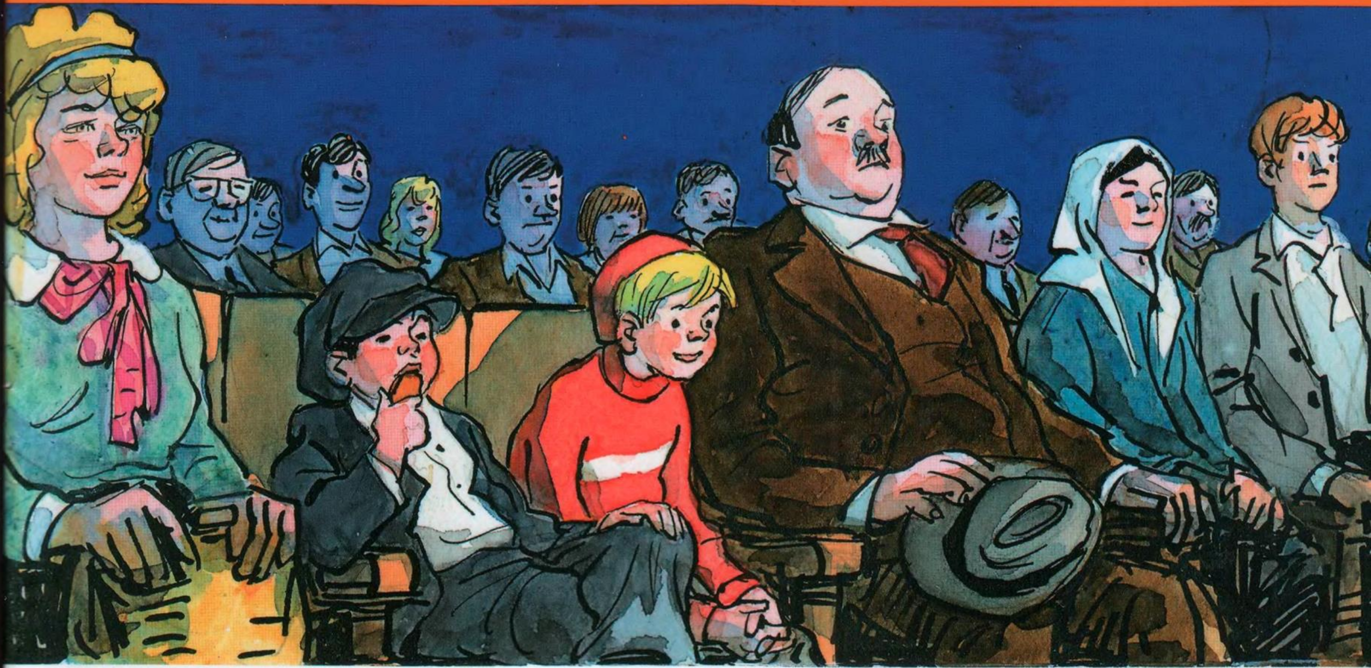
নিকলাই নোসভ



পুটটি





নিকলাই
নোসভ



পুটটি



ছবি ই.সেমিওনভ

অনুবাদ বিশ্বরূপ সান্যাল





পুটটি

শীত এসে গেছে প্রায়। তাই একদিন কাঁচের মিস্ত্রী এল পুটটি দিয়ে জানলার ফাঁক ফোঁকর বন্ধ করতে। কোস্তিয়া আর শুরিক কাছে দাঁড়িয়ে সব দেখল। মিস্ত্রী চলে গেলে ওরা নখ দিয়ে খুঁটে কিছুটা পুটটি তুলে তাই দিয়ে নানান জীব জন্তু বানাতে লাগলো।

তবে, তেমন ভালো কিছু হচ্ছিল না। তখন কোস্তিয়া একটা সাপ বানিয়ে শুরিককে বললে- দেখ দেখ, আমি কি বানিয়েছি!

শুরিক দেখে বলে- ভারি তো আমার একটা লিভারের সসেজ!

কোস্তিয়ার মনে মনে খুব রাগ হল। ও পুটটিটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল।

ঠিক হল, ওরা সিনেমা দেখতে যাবে।

যেতে যেতে শুরিক সারাক্ষণ অস্থির ভাবে জিজ্ঞেস করছিল- পুটটিটা গেল কোথায়?

কোস্তিয়াও সারাক্ষণ উত্তরে বলছিল- আরে এই তো, পকেটে। আমি ওটা খেয়ে ফেলব না কি?



সিনেমা হলে ওরা টিকিট কেনার পরে দুটো মিষ্টি রুটি কিনল।
এমন সময়ে ছবি শুরুর ঘন্টা বাজল। কোস্তিয়া নিজের জায়গার দিকে দৌড় দিলেও, শুরিক আটকা পড়ল ভিড়ের মাঝে।
কোস্তিয়া জায়গা মত পৌঁছে দুটো চেয়ারই দখল করল। একটাতে নিজে বসল, আরেকটাতে রাখল পুটটিটা।
হঠাত এক অচেনা লোক এসে ধপাস করে পুটটির ওপর বসে পড়ল।
কোস্তিয়া বলল- এই জায়গাটা শুরিকের, ও এখানে বসবে।

- শুরিক আবার কে? এটা আমার জায়গা।
এমন সময় শুরিক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে কোস্তিয়ার আরেক দিকে বসল। বসেই বলে- পুটটিটা কোথায়?
- চুপ! – কোস্তিয়া ফিসফিস করে বলে চোখের ইঙ্গিতে পাশের লোকটাকে দেখাল।
- উনি কে?
- জানিনা।
- তাহলে ওনাকে ভয় পাচ্ছিস কেন?
- উনি পুটটির ওপরে বসেছেন।



- তুই ওনাকে পুটটিটা দিলি কেন?
- আমি দিই নি। উনি নিজেই ওটার ওপর বসে পড়েছেন।
- তাহলে ওখান থেকে নিয়ে নে?
ঠিক এই সময়ে আলো নিভে সিনেমা শুরু হয়ে গেল।
কোস্তিয়া বললে- ও কাকু, পুটটিটা দিয়ে দিন না!
- কোন পুটটি?
- ঐ যে, যেটা আমরা জানলা থেকে খুঁটে তুলেছি, সেটা।
- জানলা থেকে খুঁটে তুলেছ?
- হ্যাঁ হ্যাঁ, জানলা থেকে। দিয়ে দিন না, কাকু?
- আমি তো তোমাদের থেকে কিছু নিই নি?

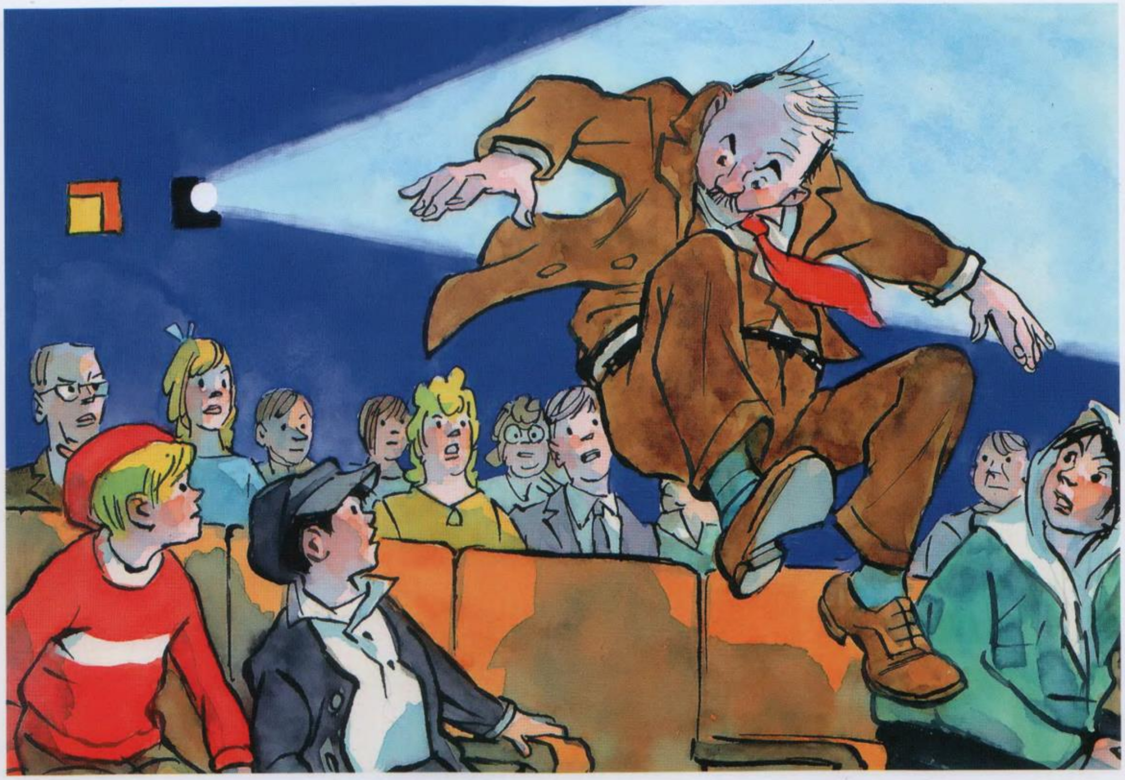
- সে তো জানি, যে আপনি নেন নি। কিন্তু আপনি যে ওটার ওপরেই বসে আছেন!

- বসে আছি? আমি?

- তাই তো বলছি!

এই কথা শুনে ভদ্রলোক লাফ দিয়ে উঠলেন।

- তুই একথা আগে বলিস নি কেন, বদ ছেলে?



- আমি তো আপনাকে বলছিলাম, ঐটা আরেকজনের জায়গা।

- কখন বলেছিস? সে তো আমি বসে পড়ার পরে।

- আমি কি করে জানব, যে আপনি সোজা বসে পরবেন?

ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠে চেয়ারের ওপরে হাতড়াতে শুরু করলেন।

- কই, দেখি তো কোথায় তোমাদের পুটটি? হতভাগা কোথাকার! – গজ গজ করতে করতে বললেন।

- দাঁড়ান, দাঁড়ান, এই তো সেটা! –বললে কোস্তিয়া।

- কোথায়?

- এই যে, চেয়ারের ওপরে মাখামাখি হয়ে গেছে। আমরা এখনি ওটা তুলে ফেলছি।

- শিগগির সাফ করো, শিগগির! অপদার্থ যত সব!

ভদ্রলোক তো রেগে আগুন।

পিছন থেকে অন্য দর্শকরা বলতে লাগলো- বসে পড়ুন, বসে পড়ুন!

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন- বসি কি করে, আমার চেয়ারে তো পুটটি!

অবশেষে কোস্তিয়া আর শুরিক পুটটিটা ওখান থেকে চেঁছে তুলল।

- ব্যাস, এইবার উঠেছে। আপনি এখন বসুন।

ভদ্রলোক বসে পরলেন।

আবার চারদিক শান্ত। কোস্তিয়া সবে সিনেমাটা দেখতে নিয়েছে, এমন সময় শুরিকের ফিসফিস আওয়াজ শোনা গেল- হ্যাঁ রে, তুই তোর রুটিটা তুই খেয়ে ফেলেছিস?

- না রে, এখনও খাইনি।

- আমিও না। চল, এখন তাহলে খেয়ে ফেলা যাক।

অন্ধকারে দুজনের রুটি চিবোনোর শব্দ হতে লাগলো।

হঠাত কস্তিয়া থু-থু করে উঠলো। বলল- হ্যাঁ রে, তোরটা খেতে ভালো?

- ভালই তো।

- আমারটা কেমন বিশ্রী খেতে, কেমন নরম নরম। হয়তো পকেটে থাকতে থাকতে নরম হয়ে গেছে।

- পুটটিটা কোথায়?

- পুটটিটা তো এই... পকেটে... ওরে, দাঁড়া দাঁড়া! এটা তো পুটটি না, এটা রুটিটা! অন্ধকারে সব গণ্ডগোল হয়ে গেছে, বুঝলি? বিস্কুট আর পুটটি। তাই তো বলি, এত বিশ্রী খেতে কেন?

কোস্তিয়া রেগে পায়ের কাছে আছাড় মেরে ফেললো পুটটিটা।

শুরিক বললে- তুই ওটা ফেললি কেন?

- ওটা দিয়ে আমি কি করব?

শুরিক রেগে উত্তর দিলো।- তোর দরকার না থাক, আমার তো আছে।

এই বলে ও চেয়ারের নীচে পুটটি খুঁজতে লাগলো।

- কোথায় গেল ওটা? – শুরিক তখন রেগে আগুন।– এবারে ওটা কোথায় পাই?

- আমি এখুনি খুঁজে দিচ্ছি।– এ কথা বলেই কোস্তিয়াও চেয়ারের তলায় হারিয়ে গেল।

একটু পরে নিচের থেকে থেকে আওয়াজ এল- উফ, কাকু, ছাড়ুন ছাড়ুন!

– কে ওখানে?

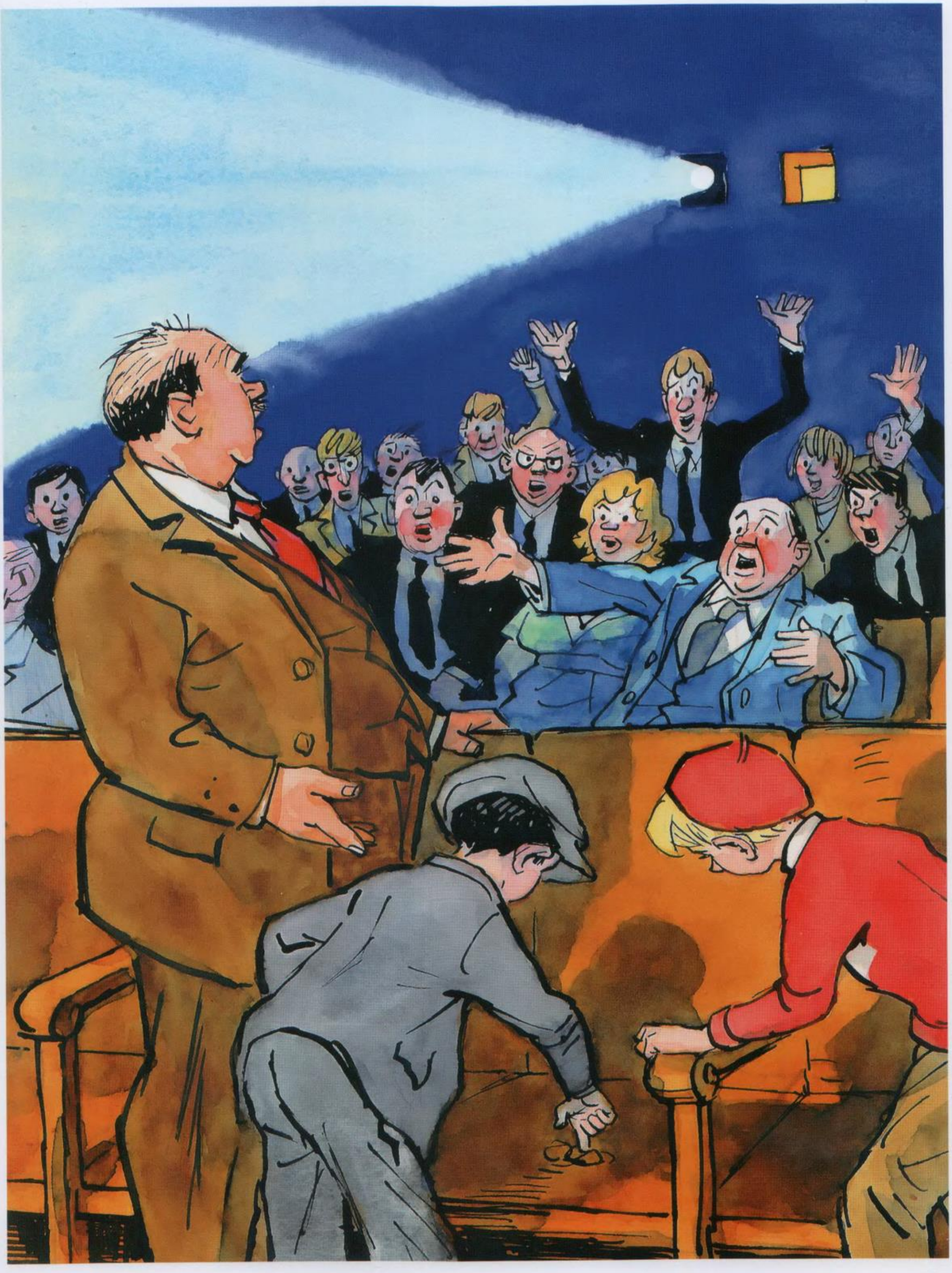
- আমি, আমি!

- আমি আবার কে?

- আমি কোস্তিয়া। আমাকে ছাড়ুন।

- আমি কি তোকে আটকে রেখেছি?

- আপনি তো আমার হাত মারিয়ে দিয়েছেন।





- তুই চেয়ারের তলায় ঢুকেছিস কি করতে?

- আমি পুটটি খুঁজছি।

চেয়ারের তলা থেকে বেরোতে গিয়ে অন্ধকারে কোস্তিয়ার শুরিকের সাথে মাথায় মাথায় ঠুকে যাবার জোগাড়।

- তুই কে? – ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল কোস্তিয়া।

- আমি রে, আমি, শুরিক।

- আমি কোস্তিয়া।

- পেলি?

- কিছুই তো পেলাম না।

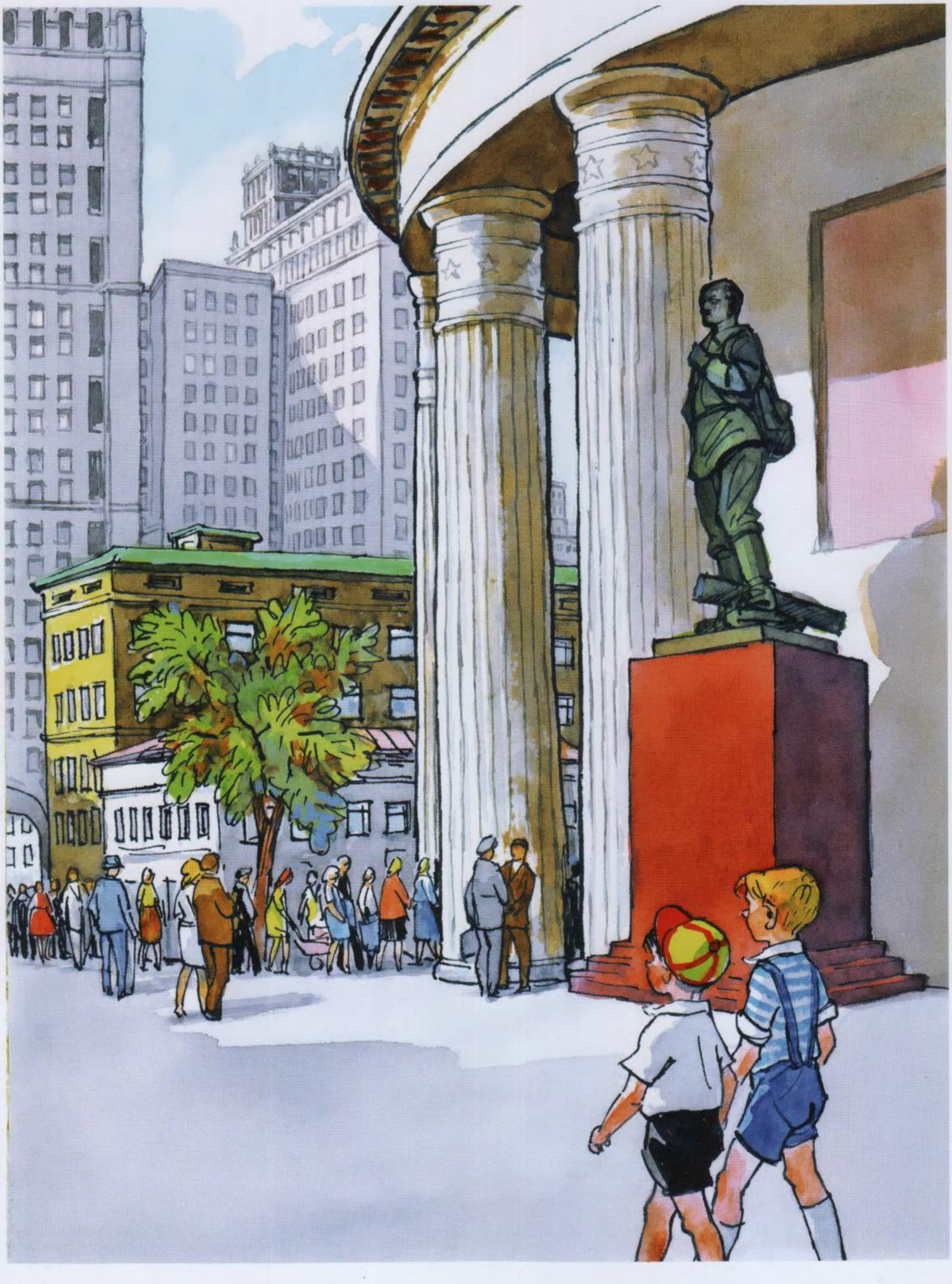
- আমিও না।

- তার চেয়ে বরং সিনেমাটা দেখা যাক। নয় তো, সবাই ভয় পেয়ে পা দিয়ে নাকে গুঁতো মারছে, হয়তো ভাবছে যে আমরা কুকুর- বেড়াল।

দুই বন্ধু চেয়ারের নীচ থেকে বেরিয়ে নিজেদের জায়গাতে বসলো।

ঠিক এই সময়ে পরদায় ভেসে উঠলো- সমাপ্ত!
সব দর্শকরা বেরোবার দরজার দিকে রওনা দিলে, ছেলেদুটোও রাস্তায় বেরিয়ে এল তাদের সাথে।
কোস্তিয়া জিজ্ঞেস করল - আমরা কি সিনেমা দেখলাম রে? আমি তো কিছুই বুঝলাম না।
শুরিক বলল- তুই কি ভাবছিস, আমি কিছু বুঝেছি?   কি যে অর্থহীন হাবিজাবি সব দেখায় সিনেমাতে...

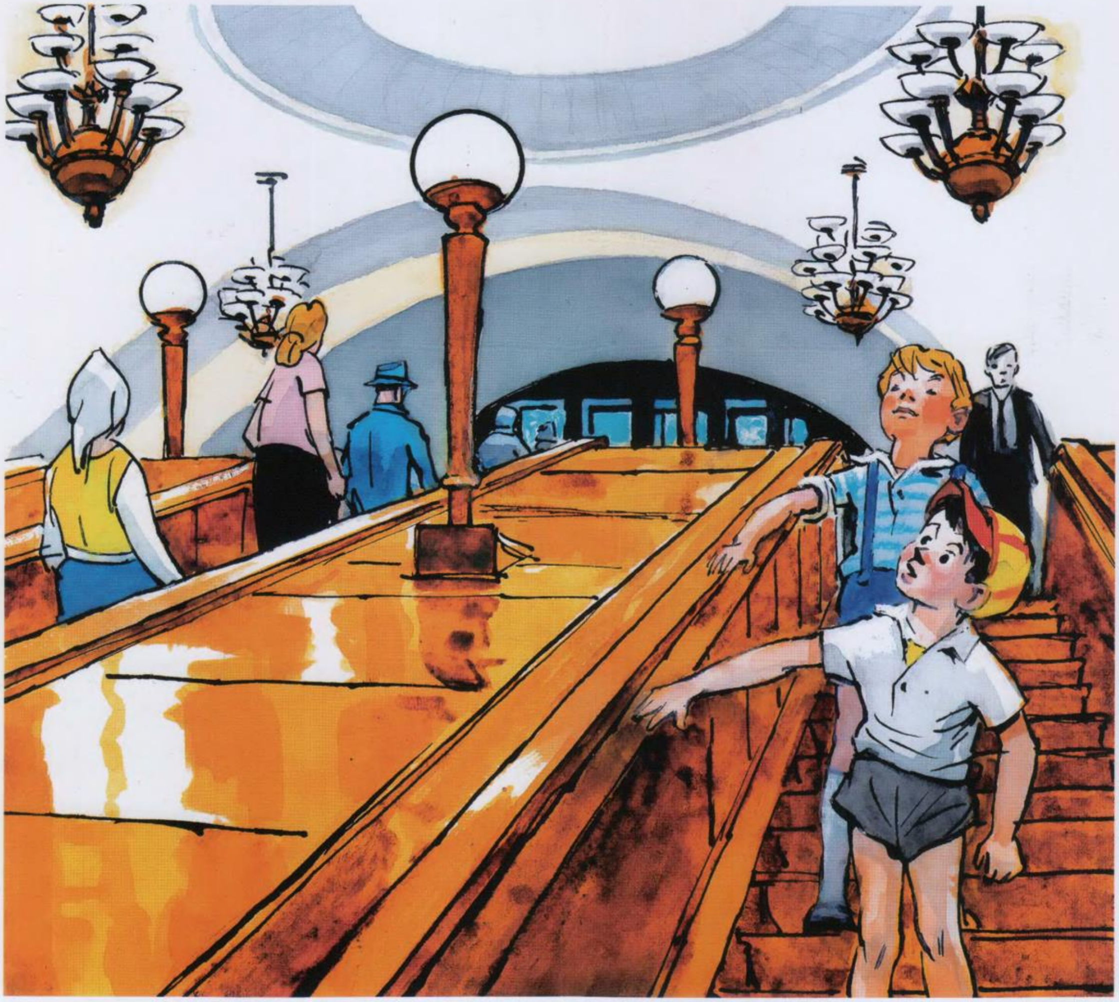






পাতালরেল

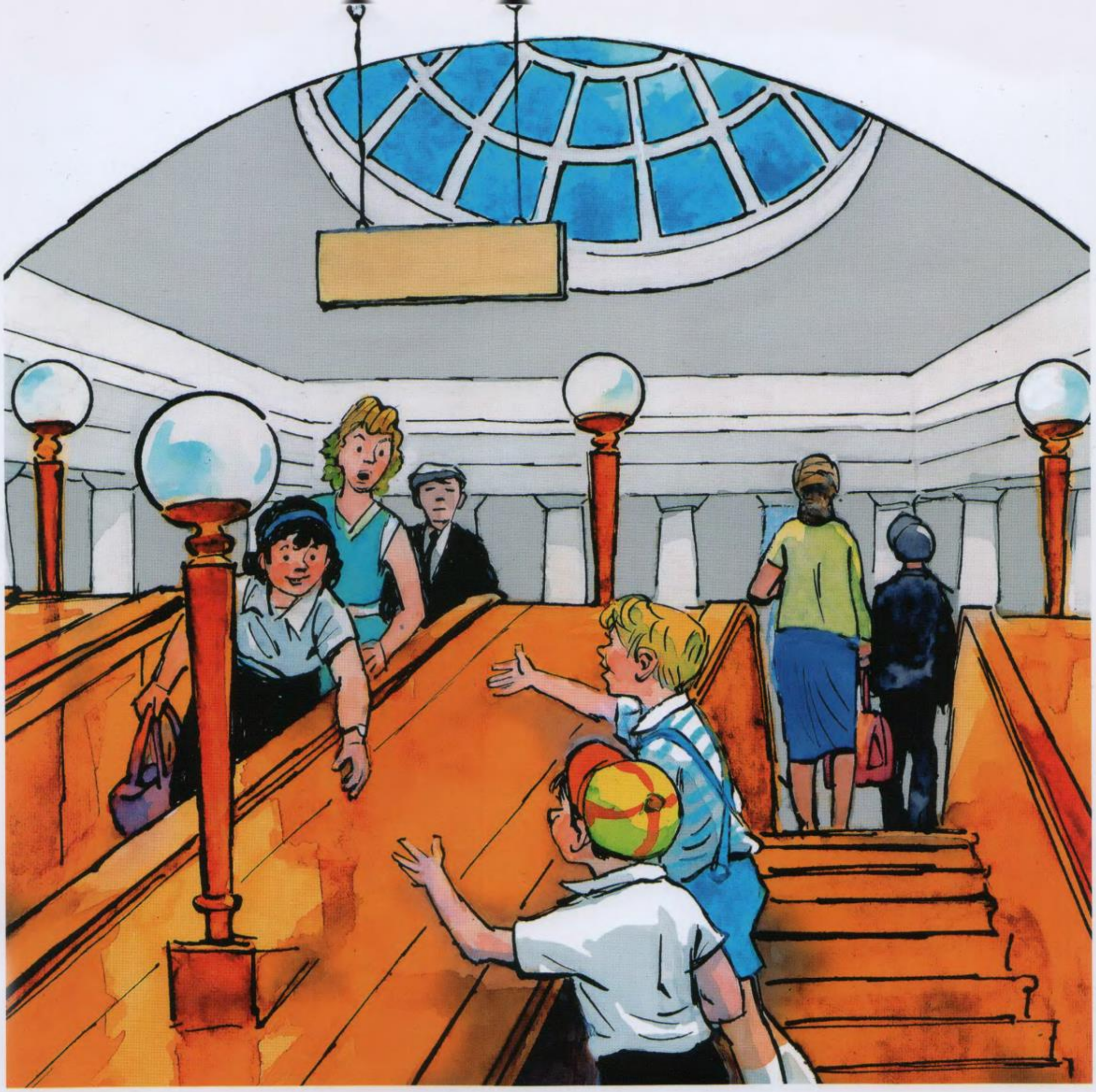
মা সেবারে আমাকে আর ভোভকাকে নিয়ে মস্কোতে ওলিয়া মাসির বাড়ি গেছে।
প্রথম দিন এসেই মা মাসির সাথে কেনাকাটি করতে বেরিয়ে গেল। আমি আর ভোভকা বাড়িতে একা। আমাদের একটা পুরনো ছবির এলবাম দিয়ে মা বলে গেল, আমরা যাতে ছবিগুলো দেখতে থাকি। ওরা নাকি একটু পরেই ফিরে আসবে।
আমরা দুই ভাই দেখছি তো দেখছি, দেখছি তো দেখছি... শেষে আমাদের বিরক্তি লেগে গেলো।
ভোভকা বলে- এরকম সারাদিন বাড়িতে বসে থাকলে আমাদের আর মস্কো দেখাই হবে না।
জানলা দিয়ে বাইরে দেখি, বাড়ির সামনেই পাতালরেলের স্টেশন।
আমি বুদ্ধি দিলাম- চল, পাতালরেলে চড়ি।
স্টেশনে এসে টিকিট নিয়ে আমরা চড়ে বসলাম পাতালরেলে।
প্রথমে একটু ভয় ভয় লাগলেও, একটু পরে মজাই লাগছিল।
দুই স্টেশন গিয়ে আমরা ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম। ভাবলাম, স্টেশনটা ঘুরে দেখে-টেখে ফেরত যাব। ও মা, দেখি যে সিঁড়িটা সেখানে নিজেনিজেই চলছে। কেউ সেটাতে চড়ে ওপরে যাচ্ছে, কেউ নীচে আসছে। আমরাও দুই ভাই মিলে খুব তাতে চড়তে লাগলাম। একবার ওপরে যাই, একবার নীচে আসি। আবার ওপরে, আবার নীচে। হাঁটার কোনও দরকারই নেই। সিঁড়ি নিজেই আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে।



প্রাণভরে ঐ সিঁড়িতে ওঠা- নামা করে অবশেষে আমরা আবার ট্রেনে উঠলাম, বাড়ি ফিরব বলে।
দুই স্টেশন পরে দুজনে নেমে দেখি, এ কি, এতো আমাদের স্টেশন নয়।
ভোভকা বলে- আমরা বোধ হয় ভুল দিকের ট্রেনে উঠে পড়েছি।
আবার আমরা উলটো দিকের ট্রেন ধরলাম। কিন্তু হিসেব করে নেমে দেখি, এটাও তো আমাদের সেই স্টেশন নয়।
ভোভকা বলে- কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে।
- কি জিজ্ঞেস করবি? তোর মনে আছে, কোন স্টেশনে আমরা ঢুকেছি?
- না রে। তোর মনে আছে?
- আমারও না।

- চল, আমরা এক এক করে সব স্টেশনে যেতে থাকি। একটা না একটা তো আমাদের হবেই।
আমরা তো একটা একটা করে স্টেশন যেতে লাগলাম। যাচ্ছি তো যাচ্ছি, অবশেষে আমাদের মাথা ঘুরতে শুরু করল। কিন্তু নিজেদের স্টেশন আর আর আসে না।
ভোভকার কাঁদোকাঁদো অবস্থা।
- চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই।
- কোথায় যাবি?
- যেখানে হয় হোক, আমি ওপরে উঠবো।
- ওপরে গিয়ে কি করবি?
- মাটির নীচে আর থাকতে চাই না। - বলে ভোভকা কাঁদতে শুরু করলো।
আমি যত বলি- কাঁদিস না, পুলিশ ধরবে, - ও বলে- ধরুক গে। ভ্যাঁ.........





- উফ, কি যে করি, চল চল। ঐ দেখ, পুলিশটা আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে।

আমি ওর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চললাম সিঁড়ির দিকে।

সিঁড়ি তো ওপরের দিকে যাচ্ছে, আর আমি ভাবছি- কোথায় গিয়ে যে উঠবো, আমাদের কি যে হবে...

হঠাত দেখি, উলটো দিকের সিঁড়ি দিয়ে মা আর মাসি নিচের দিকে যাচ্ছে।

আমি তো সাথে সাথে আনন্দে চিৎকার করে উঠেছি- মা! মা!!

আমাদের দেখে ওরাও চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলো- তোরা এখানে কি করছিস?

আমরা উত্তরে বললাম- আমরা কিছুতেই এখান থেকে বেরোতে পারছিনা।

আর কিছু বলা গেলো না, আমাদের সিঁড়িটা ওপরের দিকে, আর ওদের সিঁড়িটা নিচের দিকে অনেক দুরে চলে গেছে বলে।

আমরা ওপরে উঠেই দৌড়ে নিচের দিকে যাবার সিঁড়িতে উঠলাম। দেখি, ওরা আবার উল্টো দিকে, ওপরের দিকে আসছে।

- কোথায় যাচ্ছিস? আমাদের জন্য অপেক্ষা করলি না কেন?

- আমরা তো তোমাদের ধরতেই নীচের দিকে যাচ্ছি।

নীচে নেমে আমি ভোভকাকে বললাম- এখানে অপেক্ষা করি। ওরা এখুনি এসে যাবে।

দাঁড়িয়ে আছি তো আছি, ওদের আর দেখা নেই।



ভোভকা বললো- দেখ, ওরাও হয়তো আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। চল, আমরা ওপরে যাই।
যেই আমরা ওপরের দিকে রওনা দিয়েছি, দেখি ওরা আমাদের মুখোমুখি নীচের দিকে।
কানে এলো চিৎকার- আমরা তোদের জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম!
অন্য যাত্রীরা তখন চারদিকে হাসাহাসি শুরু করেছে।
আমরা ওপরে উঠেই সাথে সাথে নীচে এসে অবশেষে ওদের ধরলাম। মা তো আমাদের বকতে শুরু করেছে, কেন আমরা না বলে কয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। আমরা উত্তরে বলতে লাগলাম, কি করে আমরা হারিয়ে গেছিলাম। মাসি বলে- আমি তো বুঝতেই পারছি না, তোরা স্টেশন খুঁজে পেলিনা কি ভাবে। আমি এই পথে রোজ যাই। আজ অবধি কোন দিন এমন হয় নি। অনেক হয়েছে, চল এবারে যাওয়া যাক।
আমরা ট্রেনে উঠে রওনা দিলাম।
- বিরাট সব অভিযানকারী হয়েছেন। দস্তানা খুঁজতে তুলকালাম, এদিকে সেগুলো কোমরে গোঁজা। তিনটে গাছের জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছেন। তোরা পারিসও বটে। স্টেশন খুঁজে পেলি না? – সারা রাস্তা মাসি এই সব বলে হাসাহাসি করছিল।
যথারীতি আমরা স্টেশনে এসে নামলাম। মাসি চারদিক দেখে বলে- ধুস! তোদের পাল্লায় পড়ে আমারও সব ভুলভাল হয়ে গেছে। আরবাত স্টেশনের জায়গায় আমরা কুরস্ক রেল স্টেশনে চলে এসেছি। উল্টো ট্রেনে উঠে পড়ে এমন হল।
আমরা আবার উল্টো দিকের ট্রেনে উঠে যাত্রা শুরু করলাম। তবে মাসি সারা রাস্তা আর আমাদের নিয়ে ঠাট্টা করে নি। অভিযানকারীও বলে নি।




М

নিকলাই নোসভ
পুটটি
অনুবাদ বিশ্বরূপ সান্যাল
ছবি ই সেমিওনভ



অঙ্গসজ্জা আরভিন্দ গুপ্তা (পুনা, ভারত), ইয়েভগেনি স্পিরিন
(সস্নভবরস্ক, ক্রাস্নয়ারস্ক, রাশিয়া)



আন্তর্জাতিক উদ্যোগ:
“মিনি প্রগতি ও মিনি রামধনু”